দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা – ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স – ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

মেমো নং - ডি.এম.এফ/প্রেস/১৮/২১ ৪ঠা জুন ২০২১

শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
'নবান্ন', ৩২৫ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া-৭১১১০২

বিষয়ঃ 'যশ' ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের ক্ষতিপূরণ এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় সহায়তা

মাননীয়া মহাশয়া,

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। আপনি ও আপনার সরকার সংকটজনক কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে ঘূর্ণিঝড় 'যশ'-এর আঘাতে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং অতিদ্রুত ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ঘোষণা করেছেন। মৎস্যজীবীরা ঘূর্ণিঝড়ে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী। ঝড় ও নোনাজলের প্লাবনে মাছ ধরার নৌকা ভেঙেছে, জাল ভেসে গেছে, পুকুরগুলো নোনাজলে ডুবে সব মাছ মরে গেছে। আপনি যথার্থভাবেই বারবার মৎস্যজীবীদের ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষতিপূরণের কথা বলেছেন। এই বিষয়ে একটি গুরুতর সমস্যার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ২৭শে মে ২০২১ তারিখের মেমো নং ১২৩-পিএস-ডিএম এন্ড সিডি/২১ অনুসারে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার জন্য ১০,০০০/-টাকা, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার জন্য ৫,০০০/-টাকা, জালের জন্য ২,৬০০/-টাকা ক্ষতিপূরণ নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত মাছ চাষ পুকুরের জন্য হেক্টর প্রতি ৮,২০০/-টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। একটি ৩০ অশ্বশক্তি যুক্ত মাছ ধরার ছোট নৌকার খরচ পড়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। মোটামুটি ক্ষতিগ্রস্ত মোটর চালিত ছোট নৌকা সারাইয়ের জন্য খরচ হয় ৫০,০০০/-টাকা থেকে ৭০,০০০/-টাকা। একটি জালের দাম পড়ে ৫০,০০০/-টাকা থেকে ৭০,০০০/- টাকা। নোনা জল পাম্প করে তুলে চুন দিয়ে পুকুর মাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করার খরচ প্রতি হেক্টরে প্রায় ৩৫,০০০/-টাকা। এর উপর আছে জলাশয়ে নতুন করে মাছ ছাড়া ও মাছের খাবারের যোগান। সরকারের ঘোষিত ক্ষতিপূরণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। ঝড়ে সর্বস্বান্ত মৎস্যজীবীরা জীবিকায় ফেরার সংস্থান পাবে কোথায়।

মহাশয়া, আপনার অবগতির জন্য জানাই – দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বহু আগে থেকে মৎস্যজীবীদের জাল-নৌকা এবং মাছ চাষের বিমা করণের সুপারিশ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের মতো ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা তাড়িত রাজ্যে মৎস্যক্ষেত্রে বিমার প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। বিমার ব্যবস্থা থাকলে আজ মৎস্যজীবীদের এতটা বিপন্ন হতে হত না।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীরা সাধারণভাবে পুকুর বা জলাশয় লিজ নিয়ে চাষ করেন। অধিকাংশের কাছেই লিজের বৈধ বা সঠিক কাগজ থাকে না। ফলতঃ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মাছ চাষীর বদলে ক্ষতিপূরণ পেয়ে যান পুকুর বা জলাশয়ের মালিক। এই সমস্যার নিরসণ করতে ব্লক স্তরের মৎস্য আধিকারিকদের তদন্ত করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আপনি অবগত আছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড মৎস্যজীবীদের জন্য সম্প্রসারিত করেছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় (PMMSY) বেশ কয়েকটি জাল-নৌকা ও মাছ চাষের প্রকল্প রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় অর্থ দেশের জনগনের এবং এই প্রকল্পগুলি রূপায়নের অধিকার ও দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থে এই তহবিল ব্যবহার করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা – ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স – ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম সুনির্দিষ্টভাবে আবেদন জানাচ্ছে –

১) সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০,০০০/-টাকা দেওয়া হোক।

২) আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার ক্ষতিপূরণ রাশি ৫,০০০/- টাকার পরিবর্তে ২০,০০০/- টাকা করা হোক।

৩) জালের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২,৬০০/- টাকার পরিবর্তে ১৫,০০০/- টাকা দেওয়া হোক।

৪) ক্ষতিগ্রস্ত মাছ চাষীদের জলাশয়ের হেক্টর পিছু ৮,২০০/-টাকার পরিবর্তে ১২,০০০/-টাকা দেওয়া হোক।

৫) ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক।

৬) প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা (PMSSY) ভুক্ত জাল-নৌকা ও মাছ চাষের প্রকল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য অবিলম্বে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চালু করা হোক।

৭) অতি দ্রুত খটি / মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র / মাছ ঘাটগুলির ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণ করা হোক।

মহাশয়া, আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের মারাত্মক সঙ্কটগ্রস্ত জীবন-জীবিকা পুনরুদ্ধার করার জন্য অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় আপনার সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপকে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম সমর্থন করে ও সেগুলির রূপায়ণে যথাসাধ্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

প্রদীপ চ্যাটার্জী,
সভাপতি,
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম

মেমো নং - ডি.এম.এফ/প্রেস/১৮/২১/১(৪)

৪ঠা জুন ২০২১

প্রতিলিপি প্রেরণ করা হল –

১) মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর;
২) মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, মৎস্য দপ্তর;
৩) মাননীয় অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, মৎস্য দপ্তর;
৪) মাননীয় প্রধান সচিব, বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর;

প্রদীপ চ্যাটার্জী,
সভাপতি,
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম